পদ্মা সেতুর কারণে পাল্টে যাবে সারাদেশের চিত্র

সরকার ও বিরোধী দলের সদস্যরা বলেছেন, চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে নিজস্ব অর্থায়নে প্রধানমন্ত্রী পদ্মা সেতু নির্মাণ করেছেন। এই সেতুর কারণে পাল্টে যাবে সারাদেশে চিত্র। তারা আরো বলেন, এখনো ষড়যন্ত্র চলছে। এ সম্পর্কে সবাইকে সতর্ক করতে হবে।

গতকাল সোমবার জাতীয় সংসদে প্রস্তাবিত ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটের ওপর সাধারণ আলোচনায় অংশ নিয়ে তারা এসব কথা বলেন।

আলোচনায় অংশ নেন সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. আ ফ ম রুহুল হক, সমাজকল্যাণ মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ, সরকারি দলের কাজী কেরামত আলী, বেগম মুনিরা সুলতানা, মুহিবুর রহমান মানিক, জিল্লুল হাকিম, নারায়ণ চন্দ্র চন্দ, বেনজির আহমেদ, তাহজিব আলম সিদ্দিকী, গ্লোরিয়া ঝর্ণা সরকার, বেগম হাবিবা রহমান খান, হোসনে আরা, রানা মোহাম্মদ সোহেল, সালমা চৌধুরী ও আদিবা আনজুম মিতা এবং বিরোধী দল জাতীয় পার্টির মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী ও বিকল্পধারা বাংলাদেশের মেজর (অব.) আবদুল মান্নান।

অধ্যাপক ডা. আ ফ ম রুহুল হক বলেন, বর্তমান সরকারের গত ১৩ বছরের উন্নয়নের কথা বলে শেষ করা যাবে না। এ সময়ে সারাদেশের চিত্রই পাল্টে গেছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানা ষড়যন্ত্র ও বাঁধা মোকাবেলা করেই স্বপ্নের পদ্মা সেতু নিজস্ব অর্থায়নে নির্মাণ করে গোটা বিশ্বকে চমকে দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী সিদ্ধান্তের কারণে সারাদেশের মানুষকে বিনামূল্যে ভ্যাকসিন দিয়ে সফলভাবে করোনা মোকাবেলা করেছেন, যা বিশ্বের কাছে প্রশংসা পাচ্ছে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ, আজকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকারের নেতৃত্বে দেশ যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, এটা সমগ্র বিশ্বে প্রশংসা পাচ্ছে। কিন্তু বিএনপি সেই উন্নয়ন দেখতে পায় না। জনবিচ্ছিন্ন এই দলটি এখনো ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের চেষ্টায় লিপ্ত। উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে দেশবাসীকে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান।

মেজর (অব.) আবদুল মান্নান সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে পদ্মা সেতু নির্মাণ করায় প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও চেতনা বুকে ধারণ করে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে নিজস্ব অর্থায়নে প্রধানমন্ত্রী পদ্মা সেতু নির্মাণ করেছেন। এর মাধ্যমে একদিকে শেখ হাসিনা একজন আত্মবিশ্বাসী ও দৃঢ়প্রতীজ্ঞ রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে বিশ্বে পরিচিতি পেয়েছে, অন্যদিকে বিশ্ববাসীও বাংলাদেশের সক্ষমতা জানতে পেরেছে। এটাতে দেশের ভাবমূর্তি অনেকে বেড়েছে।

তিনি বিদেশে পাচার হওয়া অর্থ দেশে ফেরত আনতে প্রস্তাবিত বাজেটের সুযোগটি সঠিক উল্লেখ করে বলেন, পৃথিবীর বহু দেশ নানা কলা-কৌশলে পাচার হওয়া টাকা দেশে ফেরত এনে বিনিয়োগ করে। আমাদেরও এসব টাকা ফেরত এনে পুঁজিবাজার কিংবা শিল্প-কারখানায় বিনিয়োগ কর যেতে পারে।

মুহিবুর রহমান মানিক বলেন, বিএনপি দলীয় এমপি আজকে বন্যা নিয়ে মানবতা দেখানোর চেষ্টা করলেও তাদের দল বিএনপি ক্ষমতায় থাকতে ১৯৯৫ ও ২০০৪ সালের বন্যায় বন্যাকবলিত মানুষর পাশে দাঁড়ায়নি। ১৯৯৫ সালের আগস্ট মাসে বন্যায় ৬১ কেজি ওজনের কেক কাটতে দেখেছি।

তিনি আরও বলেন, বড় বন্যা হয়েছে। চেরাপুঞ্জিতে ১২২ বছরের ইতিহাসে একদিনে রেকর্ড বৃষ্টি হয়েছে। ১২২ বছরের ইতিহাসে এত বড় বন্যা হয়নি সেটা বলবো না। তবে আমি ১৯৮৮, ১৯৯৫, ১৯৯৮, ২০০৪ ও ২০১৭ সালের বন্যা আমি দেখেছি। মনে করি স্মরণকালের সর্ববৃহৎ বন্যা। সবচেয়ে বেশি মানুষ দুর্ভোগের শিকার হয়েছে।

বিদেশে পাচারকৃত অর্থ দেশে ফেরত আনার সুযোগ দেওয়ার সমালোচনা করে জাতীয় পার্টির মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী বলেন, বিদেশে অর্থ পাচার মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিরা এই সুযোগ গ্রহণ করতে চায়। তাদেরকে কোন প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হবে। এ নিয়ে আইনী জটিলতা সৃষ্টি হবে। তাই প্রস্তাব প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছি। তিনি পদ্মা সেতুসহ দেশে একের পর এক বৃহত্তর প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

উপকূলের উন্নয়নে বাজেট বরাদ্দ বাড়ানোর আহ্বান জানিয়ে নারায়ণ চন্দ্র চন্দ বলেন, পদ্মা সেতু নিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অনেক ষড়যন্ত্র হয়েছে। কিন্তু বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা সব ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করে চ্যালেঞ্জ নিয়ে নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু

নির্মাণ করেছেন। যা শুধু দক্ষিণাঞ্চলের নয়, সারাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বড় ধরণের ভ‚মিকা রাখবে।

মুনিরা সুলতানা বলেন, সরকারের উন্নয়ন দেখলেই বিএনপির মাথা খারাপ হয়ে যায়। এরা দেশ ও দেশের মানুষের শত্রæ। সবক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়ে এরা নানা ষড়যন্ত্র-চক্রান্তে লিপ্ত। এরা বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনাকে হত্যার হুমকি দেওয়ার দুঃসাহস দেখাচ্ছে। আবার যদি বিএনপি নেতারা এ ধরণের হুমকি দেয়, তবে পুরুষদের লাগবে না, আমরা নারীরাই রাজপথে তাদের মোকাবেলা করে দাঁতভাঙ্গা জবাব দেব।

কাজী কেরামত আলী বলেন, বিএনপির আমলে দুটি সরকার ছিল। একটা হওয়া ভবনের অন্যটা খালেদা জিয়ার সরকার। হাওয়া ভবনের মাধ্যমে হাজার হাজার কোটি টাকা দুর্নীতি করে বিদেশে পাচার করা হয়েছে। আজ তারাই বড় বড় কথা বলেন। শত ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করে চ্যালেঞ্জ নিয়েই পদ্মা সেতু নির্মাণ করেছেন। আমরা আশাবাদী, এরপর দৌলদিয়া- পাটুরিয়াতেও তিনি দ্বিতীয় পদ্মা সেতু নির্মাণ করবেন।

তাহজীব আলম সিদ্দিকী বলেন, পদ্মা সেতু আমাদের সোনার সেতু। সক্ষমতার প্রতীক। জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছে বিএনপি। দেশে কিছু করতে না পারে বিদেশীদের কাছে ধর্না দিয়ে মিথ্যাচারের মাধ্যমে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করছে। মিথ্যাচার করে দেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। কিন্তু তাদের কোন ষড়যন্ত্রই দেশের জনগণ মেনে নেবে না।

সূত্র: যুগান্তর

রাত ৮টার পর মার্কেট-দোকান বন্ধ রাখার নির্দেশ

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয়ের লক্ষ্যে রাত ৮টার পর সারা দেশে দোকান, শপিংমল, মার্কেট, বিপণি বিতান, কাঁচা বাজার খোলা না রাখার নির্দেশ দিয়েছে সরকার। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর

কার্যালয় এ নির্দেশনার যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্টদের চিঠি দিয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মহাপরিচালক (প্রশাসন) মো. আহসান কিবরিয়া সিদ্দিকের সই করা চিঠিতে বলা হয়, বিশ্বব্যাপী জ্বালানির অব্যাহত মূল্য বৃদ্ধিজনিত বিদ্যমান পরিস্থিতিতে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয়ের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সানুগ্রহ নির্দেশনা দিয়েছেন।

এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬-এর ১১৪ ধারার বিধান কঠোরভাবে প্রতিপালনপূর্বক সারা দেশে রাত ৮টার পর দোকান, শপিংমল, মার্কেট, বিপণি বিতান, কাঁচা বাজার ইত্যাদি খোলা না রাখার বিষয়টি যথাযথভাবে নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো। চিঠিটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, দপ্তরসহ মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের কাছে পাঠানো হয়েছে।

পদ্মা সেতুতে সুবিধা পাবে মেহেরপুরের সব্জি ও কৃষি পণ্য

পদ্মা সেতু খুলে দেওয়াকে ঘিরে উচ্ছ্বসিত মেহেরপুরের কৃষক ও কৃষির সাথে জড়িত ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ। সেতু চালু হওয়ার পর এ জেলার কৃষিক্ষেত্রে আনবে কৃষি বিপ্লব। জেলার কৃষক ও কৃষি পণ্য ব্যবসায়ীদের জন্য নতুন দিগন্ত উন্মেচিত হবে।

কৃষি সমৃদ্ধ জেলা মেহেরপুর থেকে সহজেই ঢাকা পৌঁছে যাবে যাত্রীবাহী বাস ও পণ্যবাহী ট্রাক। সারাদেশের সঙ্গে বিশেষ করে চিটাগাং সিলেটসহ দ্রুত যোগাযোগ হবে। আর ওই সব অঞ্চলের মানুষের সাথে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বন্ধন সুদৃঢ় হবে। ভাল যোগাযোগের ফলে মেহেরপুর বাসির ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে খুলবে নতুন দুয়ার। উন্নয়নের মূল ধারায় যুক্ত হবে জেলার মানুষ। জেলাবাসির জীবন ধারায় ব্যাপক পরিবর্তন আনবে পদ্মা সেতু। এছাড়াও পদ্মা সেতুর কারণে দির্ঘদিনের আরিচা ঘাটের জ্যাম থেকেও মুক্তি পাবে এ এলাকার মানুষ। বিশেষজ্ঞরা জানান, মেহেরপুর জেলার জেলার কৃষি ও ব্যবসা বাণিজ্যের

ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে আসবে ব্যাপক পরিবর্তন।এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী লাভবান হবে কৃষি ও পরিবহন খাত।

বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের মেহেরপুর জেলার শাখার সভাপতি প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক বলেন, পদ্মা সেতুর ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থায় আসবে অভাবনীয় সাফল্য। মেহেরপুর জেলা থেকে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলার সাথেই সরাসরি বাড়বে যোগাযোগ। ফলে ঢাকা, চিটাগাং, সিলেটসহ অন্যান্য জেলার ক্রেতারা এ জেলার কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি কৃষি পণ্য কিনবেন। যার ফলে কৃষকরা লাভবান হবেন আগের তুলনায় বেশী। এক শ্রেনীর মধ্যস্বত্বভোগীরা আমাদের কৃষকদের কাছ থেকে কম দামে পণ্য কিনে নিয়ে যায়। যখন কৃষকরা সরাসরি মুল কৃষি মার্কেটের সাথে সম্পৃক্ত হবেন তখন তারা দামটাও ভাল পাবেন। তিনি আরও বলেন, উন্নয়নের মূল ধারায় যুক্ত হবে মেহেরপুর জেলাসহ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষ। মানুষের জীবন ধারায় ব্যাপক পরিবর্তন আনবে পদ্মা সেতু। তিনি বলেন, কৃষকদের কাছ থেকে পাইকাররা সরাসরি কাঁচা মাল কিনে রাজধানী ঢাকা, চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পাঠাচ্ছেন। এর ফলে আমাদের কৃষকরা তাদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। মধ্যস্বত্বভোগীরা ভোগ করছেন কৃষকের উৎপাদিত ফসলের লাভ। পদ্মা সেতু চাল হলে কৃষকরা যেমন লাভবান হবেন ব্যবসায়ীরাও লাভবান হবেন। বিশেষ করে কৃষকরা ইচ্ছে করলে নিজেরাই খুব সহজেই দেশের বড় বড় মার্কেটগুলোতে নিজেদের সব্জী বিক্রি করতে পারবেন।

মেহেরপুর ট্রাক মালিক গ্রুপের সভাপতি আলহাজ্ব গোলাম রসুল বলেন, পদ্মা সেতুকে ঘিরে জেলার মানুষের ব্যবসা বাণিজ্যের নতুন দুয়ার খুলবে। এটা আমাদের জন্য শুভ লক্ষণ। যোগাযোগ ব্যবস্থার সহজীকরণ হলে এলাকার সব্জী ফসল সঠিক সময়ে ঢাকা, চিটাগাংসহ অন্যান্য জেলাতে দ্রুত পৌছে যাবে। তিনি বলেন, এতদিন ফেরি পারাপার হয়ে ঢাকায় যেতে পাটুরিয়া ঘাটে জ্যামে পড়ে দিনের পর দিন সেখানে অপেক্ষা করতে হতো। সব্জী পচে যাওয়ায় অনেক সময় কৃষক বা ফঁড়িয়া ব্যবসায়ীরা আমাদের ট্রাকের ভাড়া দিতে চাইতো না। ফেরি পারাপারে দেরী হওয়ার ফলে সঠিক সময়ে তারা বাজার ধরতে পারতো না। তাই ব্যবসায়ীরা অনেক সময় ক্ষতিগ্রস্থ হতেন। পদ্মা সেতু চালু হলে শুধু কৃষকরাই নয় আর্থিকভাবে পরিবহণ ব্যবসায়ীরাও লাভবান হবেন।

মেহেরপুর তহবাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মোহা: হানিফ উদ্দীন বলেন, পদ্মা সেতু আমাদের জেলার কৃষকদের জন্য নতুন দিগন্তের দার খুলবে। আমরা এতদিন কাঁচামাল নিয়ে পাটুরিয়া ফেরি ঘাটে যে জ্যামের

শিকার হতাম, সেটা দুর হবে। সেতুটি খুলে দেওয়ার সাথে সাথে যশোর, বেনাপোল, খুলনাসহ ওই এলাকার গাড়িগুলো সরাসরি সেতু হয়ে যাবে। তখন পাটুরিয়া ঘাটে জ্যামটাও কেটে যাবে। আমাদের গাড়িগুলোর ফেরি সুবিধাও বাড়বে এছাড়া আমরা সেতু হয়ে সরাসরি ঢাকা চিটাগাং, সিলেট বা অন্যান্য জেলাতে কৃষি পণ্যগুলো নিয়ে যেতে পারবো। তিনি বলেন মেহেরপুর জেলা থেকে সাধারণত, কাঁচা মরিচ, সীম, বেগুন, আলু, পটল, কচু, শসা, আম, কাঁঠালসহ বিভিন্ন ধরণের শাকসব্জি যায়। সেতুটির কারণে আমাদের জেলার মানুষ সরাসরি এবং সহজেই ঢাকাতে পৌছাতে পারবে।

গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামের সব্জি চাষী মহিবুল ইসলাম ও তহসেন আলী বলেন, সারা বছরই এ গ্রামের কৃষকরা বিভিন্ন ধরনের সব্জি, তরমুজ ও বিভিন্ন ধরণের কৃষিপণ্য উৎপাদন করে থাকেন। যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল না থাকার কারণে এতদিন মধ্যস্বত্বভোগীদের কাছে জিম্মি ছিলেন এলাকার শত শত সব্জী চাষী। তারা বলেন, পাইকাররা আমাদের জমি থেকেই সরাসরি সব্জিসহ অন্যান্য ফসল কিনে নিয়ে যেতো। তাতে আমাদের লাভ কম হতো। নিজেরা ঢাকাতে সব্জী নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবলেও ফেরি ঘাটের জ্যামের কারণে অনেক সময় সব্জী নিয়ে যাওয়া ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যেতো। যে কারণে অনেকেই ঝুঁকি নিতে চাননা। পদ্মা সেতু চালু হলে আমাদের ফসল আমরা নিজেরাই ঢাকা শহর বা চিটাগাং ও সিলেটে নিয়ে যাবো। মাঠে ফসল ফলাই আমরা সাধারণ কৃষক আর মাঝখানে লাভ করে মধ্যস্থতাকারী ব্যবসায়ীরা।

মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য ও গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন বলেন, পদ্ম সেতু সারা বাংলাদেশে যোগাযোগের ক্ষেত্রে বড় দিগন্ত উন্মেচন করবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। পদ্মা সেতুর কারণে, মেহেরপুরের সব্জি, ধান, পাটসহ অন্যান্য কৃষিপণ্য সহজেই যুক্ত হবে জাতীয় অর্থনীতির সাথে। ফলে মেহেরপুর জেলার কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতির ভিত্তি আরও সুদৃঢ় হবে।

তিনি বলেন, মেহেরপুরে রয়েছে ফসল চাষের বিস্তীর্ণ জমি। শাকসবজি ও আম, কাঁঠাল উৎপাদনের জন্য এসব জমি খুব উপযোগী। ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ উন্নত হবে। যে কারণে ফসলের পচনশীলতা হ্রাস পাবে। কৃষকরা ভাল লাভ পেলে বিভিন্ন শাকসবজি এবং বিশেষ করে কাঁচা মরিচ, পেঁয়াজ ও রসুনের উৎপাদন বাড়বে জেলায়। এতদিন উৎপাদিত পণ্য বিপণনের দুর্ভোগ ছিল। এসব কারণে ওই অঞ্চলে শস্য নিবিড়তা অপেক্ষাকৃত কম। পদ্মা সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে এ অঞ্চলে কৃষি বিপ্লবের অভিপ্রায় সফল হবে। নতুন প্রযুক্তি ধারণ

ত্বরান্বিত হবে। দ্রুত বেড়ে যাবে শস্যের উৎপাদন। গড়ে উঠবে কৃষিভিত্তিক শিল্পকারখানা। তাতে মানুষের কর্মসংস্থান হবে, বাড়বে আয়। এ জেলায় পাটচাষেও কৃষকদের আগ্রহ বাড়বে। বাড়বে উৎপাদন। গড়ে উঠবে পাটভিত্তিক শিল্প কলকারখানাও।

সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন প্রধান মন্ত্রীর কাছে দাবী করেন, পদ্মা সেতুর পাশাপাশি দ্রুততম সময়ের মধ্যে সম্ভব পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া ঘাটে দ্বিতীয় পদ্মা সেতু নির্মাণের। দৌলতদিয়া পাটুরিয়া ঘাটে দ্বিতীয় পদ্মা সেতু নির্মিত হলে রাজবাড়ি, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, মাগুরার যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধমে উন্নিত সাধিত হবে।

এসএসসি পরীক্ষা স্থগিত

দেশের সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় ১৯ জুন থেকে অনুষ্ঠেয় সব শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমিক, এসএসসি ভোকেশনাল ও মাদ্রাসা বোর্ডের দাখিল পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। পরীক্ষার পরিবর্তী সময়সূচি পরে জানানো হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তা এম এ খায়ের শুক্রবার এক বিবৃতিতে মন্ত্রণালয়ের এই সিদ্ধান্তের কথা জানান।

টানা বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলের কারণে সিলেট ও সুনামগঞ্জের বেশ কয়েকটি উপজেলা বন্যার পানিতে ডুবে গেছে। বিশেষ করে হাওরাঞ্চল তলিয়ে গেছে বন্যার পানিতে। শুক্রবার সিলেটে বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে। বানভাসি মানুষকে উদ্ধারে কাজ শুরু করছে সেনাবাহিনী।

এছাড়া ভারি বর্ষণ ও উজানের ঢলে কুড়িগ্রামে ধরলা নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে বিপৎসীমার ৩ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এছাড়া তিস্তা ও ব্রহ্মপুত্র নদের পানিও বাড়ছে। তিস্তা নদীর পানি কাউনিয়া পয়েন্টে ৩৩ সেন্টিমিটার, ব্রহ্মপুত্র নদের পানি চিলমারী পয়েন্টে ৫ সেন্টিমিটার এবং নুনখাওয়া পয়েন্টে বিপৎসীমার ৩০ সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

গত কয়েক দিনের টানা বর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলের কারণে নদ-নদীর পানি বেড়েছে নেত্রকোণাতেও। ফলে সেখানে বন্যার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

বন্যা কবলিত এলাকার লোকজন বিপাকে পড়েছেন। অনেকে ঘরবাড়ি তলিয়ে গেছে। আশ্রয় নিয়েছেন বিভিন্ন আশ্রয় শিবিরে। এমতাবস্থায় শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় অংশ নেওয়া কঠিন হয়ে পড়বে।

প্রসঙ্গত, ১৯ জুন বাংলা ১ম পত্রের পরীক্ষার মধ্য দিয়ে শুরু হওয়ার কথা ছিল এবারের এসএসসি পরীক্ষা। রুটিন অনুযায়ী তত্ত্বীয় পরীক্ষা চলার কথা ছিল ৬ জুলাই পর্যন্ত। শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা স্থগিত হলো।

স্বপ্নের পদ্মা সেতুর ইতিবৃত্ত

১৯৯৯ সালে প্রাক–সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষার মাধ্যমে পদ্মা সেতু প্রকল্পের সূত্রপাত হয়। ২০০৫ সালে সমীক্ষা শেষে পরের বছর ভূমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন ও পরিবেশগত প্রভাব মোকাবিলায় করণীয় নিয়ে পরিকল্পনা করা হয়।

এর মধ্যে পদ্মা সেতু প্রকল্পের একটি উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) তৈরি করে এতে মোট ব্যয় ধরা হয় ৮ হাজার ৫৮৮ কোটি টাকা। ২০০৫ সালের ১৯ অক্টোবর ডিপিপি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে পাঠানো হয়। তবে তখনকার সরকার ডিপিপি অনুমোদন করে যেতে পারেনি। এরপর বিশদ নকশা প্রণয়নে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগে ২০০৭ সালে দরপত্র আহ্বান করেন তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার। ওই বছর আগস্টে পদ্মা সেতু নির্মাণে একটি ডিপিপি জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটিতে (একনেক) অনুমোদন পায়। এতে ব্যয় ধরা হয় ১০ হাজার ১৬২ কোটি টাকা। ডিপিপিতে ২০১৫ সালের মধ্যে সেতু নির্মাণের লক্ষ্য ঠিক করা হয়।

২০০৯ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মহাজোট সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর ২২ দিনের মাথায় পদ্মা সেতুর পূর্ণাঙ্গ নকশা তৈরির জন্য নিউজিল্যান্ডভিত্তিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান মনসেল এইকমকে নিয়োগ দেওয়া হয়। শুরুতে সেতু প্রকল্পে রেল চলাচলের সুবিধা ছিল না। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রেল সুবিধা যুক্ত করে

চূড়ান্ত নকশা প্রণয়নের নির্দেশনা দেন। এর মধ্যেই সরকার জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু করে দেয়।

২০১০ সালের মধ্যে নকশা চূড়ান্ত হওয়ায় পরের বছর জানুয়ারিতে ডিপিপি সংশোধন করা হয়। সংশোধনীতে প্রথমবারের মতো প্রকল্পের ব্যয় বেড়ে দাঁড়ায় ২০ হাজার ৫০৭ কোটি টাকা। ব্যয় বৃদ্ধির পেছনে কয়েকটি কারণ উল্লেখ করে সেতু বিভাগ। এর মধ্যে সেতুর দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি অন্যতম। শুরুতে মূল সেতুর দৈর্ঘ্য ধরা হয়েছিল ৫ দশমিক ৫৮ কিলোমিটার। পরে তা বৃদ্ধি করে ৬ দশমিক ১৫ কিলোমিটার করা হয়। প্রথম ডিপিপিতে সেতুর ৪১টি স্প্যানের মধ্যে তিনটির নিচ দিয়ে নৌযান চলাচলের ব্যবস্থা রেখে নকশা করা হয়েছিল। পরে ৩৭টি স্প্যানের নিচ দিয়ে নৌযান চলাচলের সুযোগ রাখার বিষয়টি যুক্ত করা হয়। প্রথম সংশোধিত ডিপিপিতে বেশি ভার বহনের ক্ষমতাসম্পন্ন রেল সংযোগ যুক্ত করা হয়। কংক্রিটের বদলে ইস্পাত বা স্টিলের অবকাঠামো যুক্ত হয়। সেতু নির্মাণে পাইলিংয়ের ক্ষেত্রেও বাড়তি গভীরতা ধরা হয়। বাড়ে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসন ব্যয়ও।

নকশা চূড়ান্ত হওয়ার পর ২০১১ সালের এপ্রিল থেকে জুনের মধ্যে সেতু প্রকল্পে অর্থায়নের বিষয়ে বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি), জাইকা ও ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংকের (আইডিবি) সঙ্গে ঋণচুক্তি সই করে সরকার। কিন্তু নির্মাণকাজের তদারক করতে পরামর্শক নিয়োগে দুর্নীতির ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনে বিশ্বব্যাংক। এরপর একে একে সব অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান প্রতিশ্রুত অর্থায়ন স্থগিত ঘোষণা করেন।

২০১২ সালের ৯ জুলাই মন্ত্রিপরিষদের এক বৈঠকে নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। অবশ্য ২০১৪ সালে তদন্ত শেষে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) জানিয়ে দেয়, দুর্নীতির ষড়যন্ত্রের প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ২০১৭ সালে কানাডার টরন্টোর এক আদালত জানান, পদ্মা সেতু প্রকল্পে দুর্নীতির ষড়যন্ত্রের উপযুক্ত প্রমাণ পাননি তাঁরা।

২০১৬, ২০১৮ ও ২০১৯ সালে আরও তিন দফা ডিপিপি সংশোধন করা হয়। এর মধ্যে ২০১৬ সালের সংশোধনীতে ব্যয় বেড়ে দাঁড়ায় ২৮ হাজার ৭৯৩ কোটি টাকা। ২০১৮ সালে তা বেড়ে হয় ৩০ হাজার ১৯৩ কোটি টাকা। এখন পর্যন্ত সেই ব্যয়ের পরিমাণই বহাল আছে।

২০০১ সালের ৪ জুলাই পদ্মা সেতু নির্মাণে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

করেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তবে নানা প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে নির্মাণকাজ শুরু হয় ২০১৪ সালের ৭ ডিসেম্বর।

এরপর প্রথমবার ২০১৭ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর ৩৭ ও ৩৮ নম্বর পিয়ারের ওপর বসানো হয় ‘৭ এ’ স্প্যানটি। এটি বসানো হয় সেতুর জাজিরা প্রান্তে। সর্বশেষ ৪১ নম্বর স্প্যান (স্প্যান ২-এফ) বসে ২০২০ সালের ১০ ডিসেম্বর ১২ ও ১৩ নম্বর পিলারের ওপর। এর মাধ্যমে দৃশ্যমান হয় সেতুর পুরো ৬ হাজার ১৫০ মিটার। আর প্রায় সূচনার দুই দশক পর আগামী ২৫ জুন চালু হতে যাচ্ছে স্বপ্নের পদ্মা সেতু।

সূত্র: বাংলা নিউজ ২৪

২২ জনের লাশ হস্তান্তর, অন্যদের ডিএনএ পরীক্ষা শুরু

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে বেসরকারি বিএম কনটেইনার ডিপোতে বিস্ফোরণ ও আগুনের ঘটনায় নিহতদের মধ্যে ২২ জনের লাশ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

রোববার রাত থেকে সোমবার সকাল ১০টা পর্যন্ত এসব লাশ হস্তান্তর করেছে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ (চমেক) হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। চমেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির এএসআই আলাউদ্দিন তালুকদার সোমবার সকালে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

এই ২২ জনের পরিচয় শনাক্ত করা হয়েছে। অন্যদের পরিচয় শনাক্তে ডিএনএ পরীক্ষা করবে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। সোমবার সকাল সাড়ে ৯টায় সংস্থাটির ফরেনসিক বিভাগ নিহতদের স্বজনদের ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ শুরু করেছে। পরিচয় শনাক্তের পর লাশ হস্তান্তর করা হবে।

লাশ হস্তান্তর করা ২২ জন হলেন—হাবিবুর রহমান (২৩), রবিউল ইসলাম (১৯), মমিনুল হক (২৪), মহি উদ্দিন (২২), তোফায়েল ইসলাম (২২), আফজাল হোসেন, মো. সুমন (২৮), ইব্রাহিম হোসেন (২৭), ফারুক জমাদ্দার (৫০), মো. হারুন (৫৫), মো. নয়ন (২২), শাহাদাত হোসেন

(২৯), শাহাদাত উল্লাহ মজুমদার, মো, রিদুয়ান (২৫), রানা মিয়া, তহিদুল হাসান, নাজিমউদ্দিন রুবেল, নিপন চাকমা, মিটু দেওয়ান, আলা উদ্দিন (৩৫), শাকিল তরফদার ও মো. মনিরুজ্জামান (২২)।

চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মমিনুর রহমান বলেন, ‘বিস্ফোরণ ও আগুনে মোট ৪৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। তাদের মধ্যে ৪১ জনের লাশ চমেক হাসপাতালে আছে। বাকি আট জনের লাশ বিভিন্ন হাসপাতালে রয়েছে। ২২ জনের পরিচয় শনাক্ত হওয়ায় স্বজনদের কাছে লাশ হস্তান্তর করা হয়েছে।’

বাকি লাশের ডিএনএ নমুনা সংগ্রহে নেতৃত্বে দিচ্ছেন চট্টগ্রাম সিআইডির এডিশনাল এসপি জাহাঙ্গীর আলম। তিনি বলেন, যেসব স্বজন দুর্ঘটনায় নিখোঁজ আছে দাবি করছেন, তাদের ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে। নিখোঁজের বাবা-মা, ভাই-বোন, কিংবা সন্তানদের মধ্যে যেকোনো দুজনের নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে। যেসব লাশ শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি, সেগুলোর নমুনার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হবে।’

চট্টগ্রাম রেঞ্জের ডিআইজি মো. আনোয়ার হোসেন জানান, ২২ জনের পরিচয় শনাক্ত হওয়ায় স্বজনদের কাছে লাশ হস্তান্তর করা হয়েছে। বাকিদের লাশ ডিএনএ পরীক্ষার পর হস্তান্তর করা হবে। তবে ডিএনএ রিপোর্ট পেতে প্রায় এক মাস সময় লাগবে। ততদিন এসব লাশ মর্গের ফ্রিজারে রাখা হবে।’

শনিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে বিএম ডিপোর একটি শেডে কনটেইনারে আগুনের সূত্রপাত হলে রোববার পর্যন্ত জ্বলতে থাকে।

আগুনে সীতাকুণ্ডে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পূর্বপাশে কেশবপুর গ্রামের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে গড়ে উঠা বিএম কনটেইনার ডিপো পরিণত হয়েছে ধ্বংসস্তূপে।

ডিপো থেকে একের পর এক বের করে আনা হয় লাশ। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে মৃতের সংখ্যা। শুরু হয়ে যায় স্বজনের দৌড়ঝাঁপ-ছোটাছুটি। ঘন ঘন অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেনে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে গোটা পরিবেশ।

স্মরণকালের ভয়াবহ এ অগ্নিকাণ্ডে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের কেশবপুরে বেসরকারি কনটেইনার ডিপো পরিণত হয় মৃত্যুপুরীতে।

দুর্ঘটনা তদন্তে ছয় কমিটি: বিএম ডিপোর অগ্নিদুর্ঘটনা তদন্তে

একাধিক তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। এর মধ্যে চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসন, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম কাস্টম হাউজ, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, ফায়ার সার্ভিস পৃথক তদন্ত কমিটি গঠন করেছে।

আবারও বাড়ল গ্যাসের দাম

আবাসিক খাতে প্রাকৃতিক গ্যাসের মাসিক বিল এক চুলার ক্ষেত্রে ৯৯০ টাকা এবং দুই চুলার ক্ষেত্রে ১ হাজার ৮০ টাকা করা হয়েছে। জুলাই মাস থেকে এ দাম কার্যকর হবে।

রোববার বিকাল ৩টায় বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের (বিইআরসি) ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মো. আবু ফারুক এ দাম ঘোষণা করেন।

এখন আবাসিক গ্রাহকদের এক চুলার জন্য ৯২৫ টাকা আর দুই চুলার জন্য ৯৭৫ টাকা মাসে বিল দিতে হয়। সে হিসাবে এক চুলার ক্ষেত্রে ৬৫ টাকা ও দুই চুলার ক্ষেত্রে ১০৫ টাকা বাড়ল।

গত ২১ মার্চ রাজধানীর বিয়াম ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে গ্যাস বিতরণ কোম্পানিগুলোর দাম বাড়ানোর বিপরীতে গণশুনানি করে বিইআরসি।

ওই শুনানিতে গ্যাসের দাম ১১৭ শতাংশ, অর্থাৎ এক চুলা ৯২৫ থেকে বাড়িয়ে ২০০০ টাকা, দুই চুলা ৯৭৫ থেকে বাড়িয়ে ২১০০ টাকা করার প্রস্তাব করার বিপরীতে দুই চুলা ৯৭৫ থেকে বাড়িয়ে ১ হাজার ৮০ টাকা এবং এক চুলার ট্যারিফ ৯২৫ থেকে বাড়িয়ে ৯৯০ টাকায় উন্নীত করার সুপারিশ করে বিইআরসি।

দেশের ছয়টি গ্যাস বিতরণ কোম্পানি গত জানুয়ারিতে গড়ে ১১৭ শতাংশ দাম বাড়ানোর প্রস্তাব করেছিল। এতে এক চুলায় ২ হাজার ও দুই চুলায় ২ হাজার ১০০ টাকা করার দাবি করা হয়েছিল।

বিইআরসির চেয়ারম্যান আবদুল জলিল ২১ মার্চ শুনানিতে বলেছিলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে ১১৭ শতাংশ মূল্যবৃদ্ধির প্রস্তাব বাস্তবসম্মত নয়। দুর্বল তথ্যের ওপর ভিত্তি করে কোনো সিদ্ধান্ত

দেওয়া হবে না। সবার আগে জনগণ।

চট্টগ্রামের বিস্ফোরণে ২৫ লাশ উদ্ধার

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের সোনাইছড়ি ইউনিয়নে বিএম কনটেইনার ডিপোতে ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনায় এখন পর্যন্ত ২৫ জনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। নিহতদের মধ্যে ৫ জন ফায়ার সার্ভিস কর্মী। শনিবার রাতের এই দুর্ঘটনায় চার শতাধিক দগ্ধ ও আহত হয়েছেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সীতাকুণ্ড থানার ওসি আবুল কালাম আজাদ। তিনি বলেন, আহতদের মধ্যে শ্রমিক, পুলিশ সদস্য ও ফায়ার সার্ভিসকর্মীরা রয়েছেন। এদের মধ্যে বেশিরভাগকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। অনেককে বেসরকারি হাসপাতালে নেওয়া হয়।

সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, ওই ডিপোতে ৫০ হাজারের বেশি কনটেইনার রয়েছে। কেমিক্যাল কনটেইনার থেকে আগুনের সূত্রপাত বলে ধারণা করা হচ্ছে। আগুন লাগার পর কনটেইনারগুলো একের পর এক বিস্ফোরিত হতে থাকে। বিস্ফোরণে ঘটনাস্থল থেকে তিন-চার কিলোমিটার এলাকা কেঁপে ওঠে। আশপাশের বাড়ি-ঘরের জানালার কাচ ভেঙে পড়ে।

অগ্নিদগ্ধদের জরুরি চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রামের সব চিকিৎসকের ছুটি বাতিল করা হয়েছে। বেসরকারি হাসপাতালগুলোকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সীতাকুণ্ডে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় আহতদের চিকিৎসা দেওয়ার জন্য। বেসরকারি হাসপাতালসহ সব হাসপাতাল প্রস্তুত রয়েছে আহতদের চিকিৎসা দেওয়ার জন্য।

চমেক হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ শামীম আহসান বলেন, ছুটিতে থাকা সব চিকিৎসক-নার্সকে জরুরি ভিত্তিতে হাসপাতালে আনা হয়েছে। এতসংখ্যক রোগীকে চিকিৎসা দেওয়ার মতো পর্যাপ্ত ওষুধ মজুত নেই। এ জন্য জরুরি ভিত্তিতে ওষুধ, স্যালাইন, পেইন কিলার নিয়ে সহযোগিতার হাত বাড়ানোর অনুরোধ করছি সবাইকে।

সেই সঙ্গে আশপাশের উপজেলা ও স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে চিকিৎসক আনা হয়েছে। তবু চিকিৎসা দিয়ে পেরে উঠছি না আমরা।

চমেক হাসপাতালের সহকারী পরিচালক রাজিব পালিত বলেন, দগ্ধদের মধ্যে অনেকের অবস্থা গুরুতর। তাদের চিকিৎসার জন্য জরুরি ভিত্তিতে রক্তের প্রয়োজন। এ জন্য রক্ত চেয়ে মাইকিং করা হচ্ছে। আশপাশের সবাইকে হাসপাতালে এসে রক্ত দিয়ে আহতদের পাশে দাঁড়ানোর অনুরোধ জানাচ্ছি।

মেহেরপুরের মোদাচ্ছেরসহ শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের ৪ হোতা গ্রেপ্তার

হিডেন স্পাই ওয়্যারলেস কিট ব্যবহার করে সরকারি/বেসরকারি বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণের নিশ্চয়তা দিয়ে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়া সিন্ডিকেটের হোতাসহ চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)।

এর মধ্যে একজন হচ্ছেন মেহেরপুর সদর উপজেলার মৃত গোলাম মোস্তফা বিশ্বাসের ছেলে মো. মোদাচ্ছের হোসেন। তিনি মুজিবনগর সমাজসেবা অফিস থেকে ২০১৯ সালে অবসর নেন। বাকি ব্যক্তিরা হলেন- চক্রের হোতা সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ার মো. আমির হোসেনের ছেলে মো. ইকবাল হোসেন, তার সহযোগী গোপালগঞ্জের কাশিয়ানীর সেকেন্দার আলীর ছেলে রমিজ মৃধা, একই উপজেলার মৃত আব্দুল মান্নান তালুকদারের ছেলে মো. নজরুল ইসলাম।

বুধবার রাতে রাজধানী ও এর আশপাশে এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তাদের কাছ থেকে বেশকিছু ডিভাইস ও আলামত উদ্ধার করা হয়। এই ব্যাপারে বৃহস্পতিবার রাজধানীর কারওয়ান বাজারে র্যাবের মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ সম্মেলন করে বিস্তারিত জানান সংস্থাটির পরিচালক (আইন ও গণমাধ্যম শাখা) কমান্ডার খন্দকার আল মঈন।

সংবাদ সম্মেলনে খন্দকার আল মঈন জানান, সম্প্রতি কিছু অসাধু ব্যক্তি/সংঘবদ্ধ প্রতারক চক্র বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সুকৌশলে ফাঁস করে হিডেন স্পাই ওয়্যারলেস কিট ব্যবহার করে সরকারি/বেসরকারি বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণের নিশ্চয়তা দিয়ে চাকরি প্রার্থী এবং তাদের অভিভাবকদের কাছ থেকে শর্তসাপেক্ষে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। আসছে ২০ মে অনুষ্ঠেয় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষাকে সামনে রেখে প্রতারক চক্রগুলো তাদের তৎপরতা বৃদ্ধি করেছে মর্মে র্যাব গোয়েন্দা সূত্রে জানতে পারে। এসব চক্রকে আইনের আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে র্যাব তাদের গোয়েন্দা নজরদারি বৃদ্ধি করে।

তিনি জানান, এরই ধারাবাহিকতায় গত রাত ১টার দিকে র্যাব-২ এর একটি আভিযানিক দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রাজধানী ও তার আশেপাশের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে এই চার ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে।

জিজ্ঞাসাবাদের বরাতে খন্দকার আল মঈন জানান, প্রথমে তারা বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি নিয়োগ পরীক্ষা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে। পরবর্তীতে ওই নিয়োগ পরীক্ষার পরীক্ষা নেওয়ার স্থান ও পরীক্ষার গার্ড সম্পর্কে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে। এ সময় চক্রের অন্যান্য সদস্যরা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সরকারি/বেসরকারি চাকরি প্রত্যাশিদের খুঁজে বের করে ১০-১৫ লাখ টাকার বিনিময়ে পরীক্ষায় পাস এবং চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নিশ্চয়তার মাধ্যমে তাদেরকে প্রলোভন দেখাত। পরবর্তীতে আগ্রহী পরীক্ষার্থীদের কাছে উদ্ধারকৃত ডিভাইসগুলো প্রদান করে এর ব্যবহার বিধি প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রাথমিকভাবে ১/২ দুই লাখ টাকা জামানত হিসেবে গ্রহণ করত। অবশিষ্ট টাকা চাকরি পাওয়ার পরে পরিশোধ করবে মর্মে চুক্তি করত। এভাবে তারা বিগত কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন চাকরি প্রার্থীদের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়।

তিনি আরও জানান, বিদেশ থেকে আনা এই ডিভাইসগুলো মূলত দুইটি অংশে বিভক্ত। ডিভাইসটির একটি অংশ পরীক্ষার্থীদের কানের ভেতর এবং অটোমেটিক কল রিসিভ হওয়ার সিম লাগানো অপর অংশটি শরীরের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ কায়দায় লুকিয়ে তাদের পরীক্ষার হলে প্রবেশ করাত। পরবর্তীতে পরীক্ষার্থীরা নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের ছবি বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে তাদের নিকট পাঠাত। চক্রটি প্রশ্নপত্রের উত্তর দেওয়ার জন্য পূর্ব থেকেই মেধাবী শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে একটি টিম প্রস্তুত রাখত। পরীক্ষার হল থেকে

পাঠানো প্রশ্নপত্রের উত্তরসমূহ মেধাবী শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে গঠিত টিমের মাধ্যমে খুঁজে বের করে চুক্তিবদ্ধ পরীক্ষার্থীদের বলে দিত।

র্যাব জানায়, চক্রের হোতা ইকবাল ২০০৮ সালে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক হিসেবে চাকরি পায়। নিজ এলাকায় শিক্ষকতা করছিলেন। এরই মধ্যে ২০১৫ সালে একই এলাকার অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী আলতাফ হোসেন নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে তার পরিচয় হয়। মূলত আলতাফের কাছেই বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষায় পাসের নিশ্চয়তা দিয়ে মোটা অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নেওয়ার বিষয়টি রপ্ত করে। পরবর্তীতে আলতাফ মারা গেলে তিনি নিজেই চক্রটি পরিচালনা করা শুরু করেন। তার বিরুদ্ধে উল্লাপাড়া থানায় একটি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা এবং বেশ কয়েকটি সাধরণ ডায়েরি (জিড) রয়েছে।

গ্রেপ্তার রমিজ এই প্রতারক চক্রের অন্যতম সহযোগী এবং একটি হত্যা মামলার পলাতক আসামি। গ্রেপ্তার এড়াতে পালিয়ে থাকার সময় ২০২০ সালে ইকবালের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক্স ডিভাইস সম্পর্কে অভিজ্ঞতা থাকায় তাকে এই প্রতারক চক্রের সদস্য করেন ইকবাল।

আর নজরুল ১৯৯৪ সালে সমাজসেবা অধিদপ্তরে অফিস সহকারী-কাম কম্পিউটার অপারেটর পদে চাকরিতে যোগদান করেন। নজরুল এবং রমিজের বাড়ি পাশাপাশি হওয়ায় তারা একে অপরের পূর্বপরিচিত ছিলেন। তিনি দেশের বিভিন্ন এলাকার মানুষকে চাকরি দেওয়ার কথা বলে ইকবাল ও রমিজের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিতেন তিনি।

মোদাচ্ছের মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলার সমাজসেবা কার্যালয় থেকে সমাজসেবাকর্মী হিসেবে ২০১৯ সালে অবসর নেন। তিনিও সাধারণ চাকরি প্রার্থীদের খুঁজে বের করে ইকবাল ও রমিজের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিতেন। গ্রেপ্তারকৃতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

এখন এক ডলারে ১০২ টাকা

দেশের খোলা বাজারে ডলারের তীব্র সংকট সৃষ্টি হয়েছে। ফলে বাজারের চাহিদা অনুযায়ী ডলার সরবরাহ করতে পারছে না মানিএক্সচেঞ্জগুলো। সে কারণেই প্রতি দিনই দর বাড়ছে। এক দিনের ব্যবধানে খোলা বাজারে মার্কিন ডলারের দাম ৪ টাকা বেড়ে ১০২ টাকা হয়েছে।

গত মঙ্গলবার রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় মানি এক্সচেঞ্জে প্রতি ডলার সর্বোচ্চ ১০২ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হয়েছে। সোমবার খোলাবাজারে প্রতি ডলারের বিনিময় মূল্য ছিলো ৯৬ থেকে ৯৮ টাকা।

পুরান ঢাকার শাঁখারি বাজার এলাকার এক্সচেঞ্জ হাউজগুলো থেকে জানা গেছে, এখন ১০২ ডলার টাকায় পাওয়া গেলেও হয়তো বুধবার দাম আরও বেড়ে যাবে। কারণ, এক্সচেঞ্জ হাউজগুলো চাহিদা অনুযায়ী ডলার পাচ্ছে না। এছাড়া সামনে হজ মৌসুম আসছে, আরও দাম বাড়বে।

জানা গেছে, বেশ কিছুদিন ধরেই যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রা ডলারের বিপরীতে টাকার মান কমছে। সোমবার বড় দরপতন হয়। এক দিনেই আমেরিকান ডলারের বিপরীতে ৮০ পয়সা দর হারায় টাকা। দেশের ইতিহাসে এর আগে কখনই এক দিনে টাকার এত বড় দরপতন হয়নি। চাহিদা বৃদ্ধি ও সরবরাহ সংকটের কারণে এক সপ্তাহের ব্যবধানে বাংলাদেশ ব্যাংক সোমবার মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার মান আবার কমায়। প্রতি মার্কিন ডলারের বিনিময় মূল্য ৮০ পয়সা বাড়িয়ে ৮৭ টাকা ৫০ পয়সা নির্ধারণ করা হয়। গত জানুয়ারি মাসের শুরুতে ডলারের বিনিময় মূল্য ২০ পয়সা বাড়িয়ে ৮৬ টাকা করেছিল বাংলাদেশ ব্যাংক। সর্বশেষ ৯ মে ডলারের বিনিময় মূল্য ২৫ পয়সা বাড়িয়ে ৮৬ টাকা ৭০ পয়সা নির্ধারণ করা হয়।

উল্লেখ্য, চলতি ২০২১-২২ এদিকে চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরের ১২ মে পর্যন্ত সব মিলিয়ে ৫০২ কোটি (৫.০২ বিলিয়ন) ডলার বিভিন্ন ব্যাংকের কাছে বিক্রি করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। ২০২০-২১ অর্থবছরে ব্যাংকগুলোর কাছ থেকে সব মিলিয়ে প্রায় ৮ বিলিয়ন (৮০০ কোটি) ডলার কেনে বাংলাদেশ ব্যাংক। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৫ দশমিক ১৫ বিলিয়ন ডলার কিনেছিল কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এর আগে, বাজার স্থিতিশীল রাখতে গত অর্থবছরে ডলার কেনায় রেকর্ড গড়েছিল বাংলাদেশ ব্যাংক।

সূত্র: বাংলা নিউজ ২৪.কম